

‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ লেখা বড় জাহাজ কিনেছে ১৮ দেশ

■ বিশেষ প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম

‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ লেখা ৫০টিরও বেশি বড় জাহাজ কিনেছে ১৮টি দেশ। রপ্তানিমুখী জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব এন্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড শিপ বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাংলাদেশের (এইওএসআইবি) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী জাহাজ নির্মাণশিল্পে অবকাঠামোগত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা। দেশে রপ্তানিমুখী জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে ১২টি। বড় আকারের প্রতিষ্ঠান রয়েছে দুটি। এর একটি আনন্দ শিপইয়ার্ড অ্যান্ড স্লিপওয়েজ। অপরটি ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড। বিদেশে রপ্তানি হওয়া জাহাজের মধ্যে বড় আকারের জাহাজ সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করেছে এই দুটি প্রতিষ্ঠান।

২০০৮ সালে জার্মানির স্টেলা শিপিং কোম্পানির কাছে প্রথম ‘এমভি স্টেলা ম্যারিস’ নামের সমুদ্রগামী বহুমুখী পণ্য পরিবহনের উপযোগী জাহাজ রপ্তানি করে আনন্দ শিপইয়ার্ড। এরপর জাহাজ রপ্তানিতে যুক্ত হয় চট্টগ্রামের ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড। দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ২০০৮ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলারের ৫০টি বড় আকারের জাহাজ রপ্তানি করেছে।

জাহাজ নির্মাণশিল্পের সম্প্রতি এক সেমিনারে আইবিএফবির পরিচালক শাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘বাংলাদেশে এই শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আমরা ভারত, ফ্রেন্সের মতো দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছি। এ শিল্পকে এগিয়ে নিতে দরকার কৌশলগত নীতি ও ব্যাংকগুলোর আর্থিক সহযোগিতা।’ তিনি বলেন, ‘জাহাজশিল্প থেকে আরও ব্যাপক আকারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। তবে এ খাতের উন্নয়নে ৫০ লাখ ডলারের তহবিল দরকার। পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়নে স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সহায়তা দিতে হবে। সেই সঙ্গে জাহাজ রপ্তানিতে নগদ প্রণোদনা ৬ থেকে বাড়িয়ে ১২ শতাংশ করতে হবে। তাহলে ভারত ও ভিয়েতনামের মতো দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সহজ হবে।’

প্রায় তিন বছর বন্ধ থাকার পর আবারও জাহাজ রপ্তানি শুরু করেছে আনন্দ শিপইয়ার্ড। তুরস্কের জন্য নির্মিত ৫ হাজার ৫০০ ডেডওয়েট টন ক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক মাল্টিপারপাস ভেসেল ‘ওয়েস ওয়্যার’ গত ৮ সেপ্টেম্বর হস্তান্তরও করে তারা। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মেঘনাঘাট কারখানায় এ জাহাজ আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয় তুরস্কের প্রতিষ্ঠান নোপ্যাক শিপিং অ্যান্ড ট্রেডিং লিমিটেডের কাছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠানটি যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইঞ্জিয়ান শিপিং কোম্পানি লিমিটেডের কাছে ৬,১০০ ডেডওয়েট টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জাহাজ রপ্তানি করেছিল। তখন সেটি ছিল বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত অন্যতম বৃহৎ জাহাজ।

অনুষ্ঠানে আনন্দ শিপইয়ার্ড অ্যান্ড স্লিপওয়েজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান আবদুল্লা হেল বারী বলেন, ‘২০২২ সালের পর আমরা আবারও জাহাজ রপ্তানি শুরু করেছি। এবার তুরস্কে যে জাহাজ যাচ্ছে সেটিই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় এবং প্রযুক্তিগতভাবে সবচেয়ে আধুনিক জাহাজ।’ তিনি জানান, আন্তর্জাতিক মান অনুসারে নির্মিত এই ভেসেল ‘ওয়েস ওয়্যার’-এ যুক্ত করা হয়েছে আধুনিক নকশা ও প্রযুক্তি। জাহাজটির দৈর্ঘ্য ৩৪১ ফুট, প্রস্থ ৫৫ ফুট ও গভীরতা ২৫ ফুট। ইম্পাতের কয়েল, কয়লা, সার, খাদ্যশস্যসহ বিপজ্জনক সামগ্রী বহনের উপযোগী করেই জাহাজটি তৈরি করা হয়েছে।

এদিকে দুই বছর পর আবার জাহাজ রপ্তানি শুরু করেছে চট্টগ্রামভিত্তিক জাহাজ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডও। জানুয়ারি মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ‘রায়ান’ নামের নতুন এক জাহাজ রপ্তানি করে তারা বন্ধ দুয়ার খোলে আবার। ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডের ডিজিএম শাহিদুল বাশার বলেন, ‘এমভি রায়ান জাহাজটি ছিল ৬৯ মিটার দৈর্ঘ্য ও সাড়ে চার মিটার গভীরতার। এরপরেও আমরা আরও বড় জাহাজ রপ্তানি করেছি। পর্যায়ক্রমে আরও সাতটি জাহাজ রপ্তানি করব বিভিন্ন দেশে। এই শিপইয়ার্ড এ পর্যন্ত বিশ্বের ১২টি দেশে ৩৪টি জাহাজ রপ্তানি করেছে। যেগুলোর দাম সব মিলিয়ে ১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি।’



বিআরআই প্রদর্শনীর উদ্বোধনীতে বাণিজ্য উপদেষ্টা বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ বেড়েছে ৩০০ শতাংশ



রাজধানীতে গতকাল বিআরআই প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে চীনের বিনিয়োগ ৩০০ শতাংশ বেড়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) ইন বাংলাদেশ এক্সিবিশন ২০২৫' শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গতকাল তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা আরো জোরদার করতে দুই দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে ঢাকার চীনা দূতাবাস।

এ সময় বাংলাদেশে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. সবুর হোসেন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মিরানা মাহরুখ এবং বাংলাদেশে চীনা এন্টারপ্রাইজেস অ্যাসোসিয়েশনের (সিইএবি) সভাপতি হান কুন উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'বিআরআই এক্সিবিশনের মধ্য দিয়ে চীন ও বাংলাদেশের যৌথ সক্ষমতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ এক্সিবিশন দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা ও আইডিয়া শেয়ার করার প্ল্যাটফর্ম। এর মাধ্যমে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ ৩০০ শতাংশ বেড়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করতে হবে। অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে।' উৎপাদন ও প্যাকেজিংয়ে চীনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারলে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে মন্তব্য করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা।

দেশে সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে যাওয়া প্রসঙ্গে শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, 'সড়ক দুর্ঘটনা এখন প্রায় গণহত্যায় রূপ নিয়েছে। প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। নিম্নমানের বাণিজ্যিক

যানবাহনের কারণে জনগণ চরম ঝুঁকিতে রয়েছে।' এ সমস্যা সমাধানে চীনের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

এ সময় সড়ক যোগাযোগ খাতের উন্নয়নে চীনা কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশে এসে মানসম্পন্ন যানবাহন উৎপাদনের প্রস্তাব দেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। একই সঙ্গে তিনি দেশের অর্ধ-ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিকে দ্রুত ১ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির প্রসঙ্গ তুলে ধরে শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, 'বাংলাদেশ প্রতি বছর চীন থেকে ২২ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করে। অথচ রফতানির পরিমাণ অনেক কম।'

চীন ও জাপানের অগ্রগতির সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'তৈরি পোশাকসহ অনেক ক্ষেত্রেই এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রফতানিকারক দেশ বাংলাদেশ, কিন্তু সামগ্রিকভাবে আমরা পিছিয়ে রয়েছি।'

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক-সংক্রান্ত আরেক প্রশ্নের জবাবে শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, 'আগামী রোববার ট্যারিফ ইস্যুতে আলোচনা করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় আসছে। তাদের সঙ্গে ট্যারিফের কাঠামোগত রূপ কীভাবে দেয়া যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হবে।'

অনুষ্ঠানে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, 'দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম, যারা বিআরআইতে সাড়া দিয়েছে।' বাণিজ্য ও বিনিয়োগে আরো সহযোগিতার জন্য চীন প্রস্তুত বলেও জানান তিনি।

এ সময় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. সবুর হোসেন নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে চীনা বিনিয়োগের আহ্বান জানান। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মিরানা মাহরুখ বলেন, 'বাংলাদেশ বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এজন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য।'

বিআরআইয়ের এবারের আয়োজনে ৪০টি প্রতিষ্ঠানের ৮০টি বুথ অংশ নিয়েছে, যার মধ্যে ৩২টি প্রতিষ্ঠান চীনের। প্রদর্শনীতে অবকাঠামো, প্রযুক্তি, জ্বালানি, স্বাস্থ্য, কৃষি, পরিবহন, লজিস্টিকস ও উৎপাদন খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্য ও সেবা উপস্থাপন করছে। পাশাপাশি থাকছে উচ্চ পর্যায়ের বিটুবি ও জিটুবি বৈঠক, সেমিনার ও বিনিয়োগবিষয়ক সেশন। এ প্রদর্শনী প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

Pakistan eyes \$3b exports to Bangladesh as ties improve

DIPLOMACY - BANGLADESH

TBS REPORT

The push for greater trade comes as Pakistan and Bangladesh take steps to rebuild political and economic relations

Pakistan's top business chamber aims to increase exports to Bangladesh to \$3 billion over the next few years, as the two South Asian neighbours seek to strengthen trade and rebuild relations after decades of strained ties.

According to an Arab News report, the Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry (FPCCI) outlined

the target on Thursday during the 48th DyeChem Bangladesh 2025 Expo in Dhaka, an international trade exhibition for textile and chemical industries.

FPCCI Senior Vice President Saquib Fayyaz Magoon, along with Pakistan's High Commissioner to Bangladesh Imran Haider, inaugurated the Pakistan Pavilion at the event.

"Saquib Fayyaz Magoon has stated that Pakistan's exports to Bangladesh can be enhanced to \$3 billion within a couple of years from the current export volume of approximately \$800 million," the FPCCI said in a statement.

"Whereas medium-term export potential to Bangladesh stands at \$5-7 billion."

Highlighting the opportunity, the FPCCI described Bangladesh as a "global textile and apparel powerhouse," and a prime market for Pakistani dyestuffs and textile chemicals.

FROM PAGE 3

"The 48th DyeChem Bangladesh 2025 Expo provides a direct pathway to connect with a \$47 billion textile and apparel industry that continues to grow year after year," Magoon said, according to the FPCCI.

High Commissioner Haider, meanwhile, pledged full support to Pakistani exporters entering the Bangladeshi market.

The push for greater trade comes as Pakistan and Bangladesh take steps to rebuild political and economic relations. Pakistan's Deputy Prime Minister Ishaq Dar visited Dhaka in August, in what was seen as a breakthrough trip to reset ties.

Islamabad has sought closer engagement with Dhaka since the ouster of former prime minister Sheikh Hasina in a student-led uprising in

August 2024, which shifted Bangladesh's foreign policy priorities.

Tensions between Bangladesh and India have grown following New Delhi's decision to grant Hasina asylum after she fled the country. In contrast, Pakistan and Bangladesh launched direct sea trade last year and expanded government-to-government commerce earlier this year.



How Bangladesh can gain from China-led new global trade realignment

SATURDAY ANALYSIS 

MOHSIN BHUIYAN WITH TITU DATTA GUPTA

The world is witnessing a quiet rearrangement of power. China, Russia and India – three nations with long histories of rivalry and mistrust – are edging closer in what some see as the makings of an alliance to counter the shocks from US President Donald Trump's sweeping tariff.

Moscow frames it as cooperation for development, while Western capitals warn of a new axis capable of unsettling the US-led global trade order. For Bangladesh, whose economic lifeline flows both to the West and across Asia and other continents as well, this shifting landscape poses more opportunities than risks.

Bangladesh's double dependency: America buys, Asia sells

Bangladesh's trade map tells a story of dependence split between two worlds. On the export side, the US reigns supreme as the single largest destination: in FY24, Dhaka shipped \$7.6 billion worth of goods to American markets – more than 17% of all exports – while China, India and Russia together absorbed barely 6%.

This overwhelming reliance means that the lifeblood of Bangladesh's garment factories still flows westward, and any rupture with US buyers could shake the economy at its core.

Yet turn to inputs and the picture flips. China towers over the landscape, supplying \$16.6 billion in goods (26.4% of all imports), followed by India with \$9 billion (14.3%). The US is relegated to the sixth place at just 4%, and Russia sits 18th as an import source for Bangladesh. From textile inputs to energy and raw materials, Bangladesh's supply chain is already tethered to Asia.

The asymmetry also gives Dhaka a strategic advantage. With strong Asian supply chains and robust Western markets, Bangladesh is uniquely positioned to leverage both spheres. In an era where Washington adjusts tariffs, Beijing extends credit, and Moscow seeks partners, Dhaka has the flexibility to strengthen ties on multiple fronts.

The challenge becomes an opportunity: by carefully balancing relationships. Bangladesh can secure essential inputs, expand market access, and enhance economic resilience, turning what might seem like a delicate position into a platform for growth and diversified engagement.

What China-Russia-India initiative offers

The global economic order is undergoing a seismic shift as emerging powers forge new alliances to counter US-led dominance. At the heart of this transformation lies the China-Russia-India (CRI) energy and trade triangle – an alliance leveraging collective weight to reshape global markets and investment flows.

To the West, China distorts trade by subsidising state enterprises that keep its exports cheap and abundant. Yet, in the wake of Trump's unilateral tariffs, Beijing positions itself as a saviour of global trade, championing multilateralism at a time when Washington seems to undermine it.

US sanctions have accelerated this realignment. Russia, forced to sell oil at discounted rates after Western rejection following its Ukraine invasion, found ready buyers in China and India. For Beijing and New Delhi, cheap oil is an economic boon; for Moscow, it is a vital lifeline – mutual dependence drawing them closer together.

Trump argues this fuels Russia's war machine, but similar logic could apply to Israel, whose exports support its war and massacre in Palestine. Despite new US tariffs rattling the world, Israel still enjoys softer treatment with 15% like major US allies.

How tariff hostility, oil drew them closer

Trump's sweeping tariffs – from baseline 10% to 50% on countries, even up to 145% on Chinese goods – could slash the purchasing power of Americans by 4% and cost each household extra \$1,300 annually. They could be more disastrous for the world, which might see a significant decline in trade and economic growth, with developing economies taking most of the blow.

At this crossroads amid Trump's renewed tariff threats, China stepped in, with Russia and India at its side, at the recent Shanghai Cooperation

Organisation (SCO) summit in China. India's Narendra Modi had skipped the SCO summit last year, but this year, with 50% US tariff imposed, Modi shared the dais with Xi Jinping

– underscoring the rise of multipolar trade frameworks challenging US primacy.

India and China benefited from Russian oil, which lost market and

reached \$20 billion. Moscow and Beijing are also advancing talks on a new gas pipeline – a significant step as Russia's supply lines to Europe remain uncertain.

For countries like Bangladesh, this

across Asia and other continents as well, this shifting landscape poses more opportunities than risks.

Bangladesh's double dependency: America buys, Asia sells

Bangladesh's trade map tells a story of dependence split between two worlds. On the export side, the US reigns supreme as the single largest destination: in FY24, Dhaka shipped \$7.6 billion worth of goods to American markets – more than 17% of all exports – while China, India and Russia together absorbed barely 6%.

This overwhelming reliance means that the lifeblood of Bangladesh's garment factories still flows westward, and any rupture with US buyers could shake the economy at its core.

Organisation (SCO) summit in China, India's Narendra Modi had skipped the SCO summit last year, but this year, with 50% US tariff imposed, Modi shared the dais with Xi Jinping and Russian president Vladimir Putin, along with other members, creating hopes that the new grouping might partially mitigate tariff fallout via alternative trade links.

The US tariff hostility has brought them closer than before. Xi pledged to create a "more just and equitable" global system. Modi made his first trip in seven years as he was willing to balance relations with China.

US appeals court has ruled against Trump's tariff policy, but it still remains in force. Trump even urged European Union officials last week to hit China with 100% tariff and similarly expansive tariff on Indian goods, according to Reuters.

After the SCO summit, Xi used a military parade in Beijing early this month to show China's military might post-World War II. He identifies the USA as today's source of trouble. Though China is still far from leading an alternative trade system right now and not all major players might agree to see China on the steering, the new grouping throws some weight on geopolitical and trade issues, and offers some hopes for smaller economies.

For Russia's Vladimir Putin, the SCO summit was a rare show of solidarity with his country's top oil buyers – China and India. Founded in 2001, the SCO now spans 10 countries representing 23% of global GDP and 43% of the world's population

– underscoring the rise of multipolar trade frameworks challenging US primacy.

India and China benefited from Russian oil, which lost market and price after Western sanction following the Ukraine war in 2022. Russia offered China to supply LNG through a pipeline, which will reduce China's gas imports from the USA, Australia and Qatar.

But this angered Trump, who slapped India with a high tariff rate, while tariff negotiation with China is still going on. With no new tariff, Moscow is still under US-led western trade sanctions that squeezed its market and made its dollar-based international transactions difficult. Beijing's push for an alternative multilateralism and deeper ties with Moscow and New Delhi has come amid US tariff hostility.

Their trilateral trade crossed \$450 billion in 2023, up from \$350 billion a year before.

For Dhaka, the priority is balance
The new triangular alignment opens opportunities in energy, technology, and infrastructure among its key partners and also for smaller economies like Bangladesh navigating rival trade blocs.

The China-Russia-India strategic triangle offers both scope and risk for global trade and investment. Deeper integration is already visible: India's investment in Russia's oil and gas sector more than doubled to \$16 billion in 2023, while Russian investment in India's energy infrastructure

What China-Russia-India initiative offers

The global economic order is undergoing a seismic shift as emerging powers forge new alliances to counter US-led dominance. At the heart of this transformation lies the China-Russia-India (CRI) energy and trade triangle – an alliance leveraging collective weight to reshape global markets and investment flows.

– could slash the purchasing power of Americans by 4% and cost each household extra \$1,300 annually. They could be more disastrous for the world, which might see a significant decline in trade and economic growth, with developing economies taking most of the blow.

At this crossroads amid Trump's renewed tariff threats, China stepped in, with Russia and India at its side, at the recent Shanghai Cooperation

reached \$20 billion. Moscow and Beijing are also advancing talks on a new gas pipeline – a significant step as Russia's supply lines to Europe remain uncertain.

For countries like Bangladesh, this shifting landscape brings both dependence and dilemmas. Its industrial raw materials arrive from China and India, its only nuclear power plant relies on Russia for funding, technology, uranium, and waste disposal.

At the same time, Bangladesh needs US market access to sustain its exports. Though lowered from what initially was threatened, Bangladesh still faces a steep 20% tariff in the US – in contrast to duty-free access in Europe, Japan, and Australia. Dhaka has agreed to purchase American cotton, wheat, gas, soybean oil, and even aircraft in hopes of easing trade pressure. The first government-to-government wheat shipment is already en route to Chattogram Port.

Financial partnerships are equally vital. Bangladesh leans on the IMF, World Bank, and ADB, but also seeks favourable support from China's New Development Bank. It cannot afford to ignore the WTO, which continues to set the rules of global trade, nor can it risk being caught between rival trade blocs. For Dhaka, the priority is balance – building win-win ties with all partners. Encouragingly, the emerging triangle may even narrow rifts between India and Pakistan, which aligns with Bangladesh's recent moves to improve its own relations with Islamabad.

